বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
সভা শাখা
প্রশাসন অনুবিভাগ
www.idra.org.bd

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের নির্বাহী কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: ড. এম আসলাম আলম চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
স্থান	: কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষ - ১
সভার তারিখ	: ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪
সময়	: বেলা ০৩:০০ ঘটিকা

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের নির্বাহী কমিটির ২৩ (তেইশ) জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি বীমা খাতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন সংস্কার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

১.০ সভাপতি বলেন বর্তমানে বীমা খাত ক্রান্তিলগ্নের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছে। লাইফ বীমা সেক্টরে বীমা দাবি পরিশোধের বেহাল দশার বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন। তিনি লাইফ বীমা কোম্পানিসমূহের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, পলিসি ল্যাপস হওয়া এবং উভয় বীমা কোম্পানিসমূহের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করেন। ব্যাংকিং খাতে নিজস্ব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থাকলেও বীমা খাতে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিং সেন্টারের যথেষ্ট অভাব রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ্য করেন। ফলে এই খাতে পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতা যথাযথ ভাবে বিকশিত হয়নি। তিনি বলেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে ইন্স্যুরেন্সের পেনিট্রেশন বাড়েনি। আমাদের দেশে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে বীমা গ্রহিতার সংখ্যা বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বীমা খাতের বিভিন্ন সমস্যার জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং একতরফাভাবে কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হয়ে থাকে, যা যথাযথ নয়। বীমা খাতের সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ছাড়া বীমা খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সভাপতি বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামকে কর্তৃপক্ষের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করার আহবান জানান।

২.০ সভাপতি বলেন বীমা খাত উন্নয়নের প্রথম ধাপ হচ্ছে স্ব-স্ব কোম্পানির সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা এবং সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বীমা কোম্পানিসহ বীমা সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বীমা সংশ্লিষ্ট সকল আইনের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি বীমা সেক্টরের নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বক্তব্য প্রদানের জন্য বিআইএফ এর প্রতিনিধিদের অনুরোধ জানান:

(১) কোম্পানীসমূহের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় (২) কোম্পানীর ফান্ড ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ (৩) কমিশন এবং বাকিতে ব্যবসা সমস্যা (৪) ল্যাপস পলিসির সংখ্যা বৃদ্ধি (৫) গ্রস প্রিমিয়াম বৃদ্ধি না পাওয়া (৬) ইনস্যুরেন্স পেনিট্রেশন কমে যাওয়া (৭) পেশাগত দক্ষতার অভাব (৮) বীমা খাতে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ।

৩.০ বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম (বিআইএফ)-এর প্রেসিডেন্ট এ সভা আয়োজনের জন্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ফোরামের সদস্যদের মধ্য হতে পর্যায়ক্রমে লাইফ ও নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার অনুরোধ করেন। রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ড.এ.কে এম সারোয়ার জাহান জামীল, বীমা খাতের সকল কাজে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, এজেন্ট কমিশন, বীমা কোম্পানিসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে পুন:বীমা সংক্রান্ত সমস্যার বিষয় উপস্থাপন করেন।

৪.০ বিআইএফ-এর সদস্য সেনা ইন্স্যুরেন্স এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম (অব:) বলেন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর সাথে নন-লাইফ কোম্পানির বিশেষ কতগুলো সমস্যার বিষয় তুলে ধরেন এবং সেগুলো সমাধানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহায়তা কমনা করেন।

৫.০ তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবুল কালাম আজাদ, ইসলামী বীমার বিষয়ে দ্রুত প্রবিধান প্রণয়নের অনুরোধ করেন। তিনি সরকারি সিকিউরিটি সরকারী বন্ড এর পরিবর্তে অন্য কোথাও বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনার প্রস্তাব করেন।

৬.০ কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এ এন এম ফজলুল করিম মুন্সি, বীমা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-প্রবিধান কঠোরভাবে পরিপালনের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি সকল কাজে দুর্নীতি বন্ধের পক্ষে মতামত দেন।

৭.০ সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো: শামীম হোসেন, রিইন্স্যুরেন্স বিষয়ে বীমা কোম্পানিসমূহের সাথে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের বিভিন্ন জটিলতার কথা তুলে ধরেন এবং সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

৮.০ বেঙ্গল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এম এম মনিরুল আলম, বীমা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফি এর বিলম্ব মাসুল মওকুফের বিষয়ে বিবেচনা করার অনুরোধ করেন। তিনি গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স জোরদার করার প্রস্তাব জানান। এছাড়া তিনি বীমা দাবি পরিশোধে সচেষ্ট হতে হবে মর্মেও অভিমত ব্যক্ত করেন।

৯.০ ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহা: কাজিম উদ্দিন, যে কোনো উপায়ে বীমা দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে মর্মে তার অভিমত ব্যক্ত করেন।

১০.০ মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এন সি রুদ্র, একচ্যুয়ারি সার্ভিস, কর্মচারীগণের আয়ের উপর Tax কর্তনসহ এজেন্ট লাইসেন্সের বিভিন্ন সমস্যা উপস্থাপন করেন। তিনি প্রশিক্ষণের বিষয়ে বীমা কোম্পানিসমূহকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদানের প্রস্তাব করেন। এছাড়াও তিনি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রিনিউয়াল স্টেটমেন্ট দাখিল করার সময়সীমা ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

১১.০ জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এস এম নুরুজ্জামান বীমা দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারের সহায়তায় ব্যাংক থেকে লোন প্রদানের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন। কোম্পানির জমি বিক্রি করে হলেও বীমা দাবি পরিশোধ করতে হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন UMP সিস্টেমের চার্জ প্রদান করার ফলে তাদের ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া তিনি দেশী/বিদেশী একচ্যুয়ারির মাধ্যমে বীমা পরিকল্প মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বীমা কোম্পানিসমূহে যোগ্য মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ এবং বীমার প্রচারণা বৃদ্ধির বিষয়ে নিয়মানুগ কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

১২.০ সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব নিমাই কুমার সাহা বলেন, বীমা কোম্পানির সম্পদ বিক্রির অনুমোদনের ক্ষেত্রে সম্পদের ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয়মূল্য যাচাই করা অত্যন্ত জরুরী। শ্রম আইন অনুযায়ী বীমা কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মাচারীগণের ভ্যাট ট্যাক্স নির্ধারণের বিষয়ে এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে অর্থ মন্ত্রণালয় ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হলেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি মর্মে তিনি উল্লেখ্য করেন।

১৩.০ বিআইএফ-এর সভাপতি এবং পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব বি এম ইউসুফ আলী বলেন, বীমা দাবি পরিশোধ না করার কারণে বীমা খাতের সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। সুনাম বৃদ্ধির জন্য নিজেদের চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে কোম্পানির জমি/সম্পত্তি বিক্রি করে বীমা দাবি নিষ্পত্তি করতে হবে। তিনি বলেন, বীমা দাবী চেক যেন বাউন্স না হয় সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে চেক প্রদান করতে হবে। বীমা কোম্পানিসমূহের এজেন্ট কমিশন এবং সাংগঠনিক কাঠামো, একচ্যুয়ারি নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক/মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়ে আলাদাভাবে সেমিনার/মিটিং করার প্রস্তাব করেন এবং তাদের চাকরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রোটেকশন প্রদানের অনুরোধ করেন।

১৪.০ কর্তৃপক্ষের সদস্য লাইফ জনাব মো: আপেল মাহমুদ, সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান জানান। নিজেদের কার্যক্রম বিচার-বিবেচনা করে সমস্যা সনাক্ত করতে হবে এবং সমস্যাসমূহ বোর্ডের নিকট তুলে ধরতে হবে। বীমা কোম্পানিসমূহের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত কাঠামো সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। দেশি/বিদেশি একচ্যুয়ারি নিয়োগের মাধ্যমে ভ্যালুয়েশন সম্পন্ন এবং সকল কোম্পানিতে বাধ্যতামূলক একচ্যুয়ারি ডিপার্টমেন্ট চালু এবং বীমা খাতে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্পোরেট গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠা করতে হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৫.০ কর্তৃপক্ষের সদস্য নন-লাইফ জনাব আবু বকর সিদ্দিক বলেন, বীমা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান, নিয়ম কানুন সঠিকভাবে পরিপালন করতে হবে এবং বীমা খাতে সুনাম বৃদ্ধির জন্য বীমা দাবিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে দাবি নিষ্পত্তি করতে হবে। বীমার কর্মকর্তাগণকে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং নন-লাইফ বীমা কোম্পানির মধ্যে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৬.০ কর্তৃপক্ষের সদস্য প্রশাসন জনাব মো: ফজলুল হক বলেন, বীমা কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম গ্রাহক বান্ধব হতে হবে। বীমা দাবি নিষ্পত্তিতে দ্রুত সাড়া দিতে হবে। তিনি বীমা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-প্রবিধান পরিপালনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সবার সহযোগিতায় কাজ করবে মর্মেও অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৭.০ সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, প্রাথমিকভাবে সবার মতামত গ্রহণের জন্য এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সময়ে সময়ে ফোরামের সাথে বিষয় ভিত্তিক সভা আয়োজন করা হবে। বীমা খাতে সুনাম বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে এবং বীমার চাকরিকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে দাঁড় করাতে হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি বলেন, সংস্কারের লক্ষ্যে বীমা কোম্পানিসমূহকে বীমা আইন, বিধি-প্রবিধানের কোন বিষয়/ধারা/অনুচ্ছেদে সমস্যা হচ্ছে তা সনাক্ত করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তাবায়নাধীন বীমা খাতের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে সকল বীমা কোম্পানিকে এই প্লাটফর্মে অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। ইতোমধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫টি লাইফ ও ৫টি নন-লাইফ কোম্পানি নিয়ে পাইলটিং এর কাজ চলমান আছে। ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় বীমা কোম্পানির সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে বলে তিনি আশা করেন। বীমা তথ্য সংগ্রহ এবং বীমা কোম্পানির বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণের জন্য Unified Messaging Platform (UMP) ছাড়া এই মুহূর্তে কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো স্বচ্ছ টেকনোলজি নেই। UMP Messaging সার্ভিস নামে পরিচিত হলেও বর্তমানে এর মাধ্যমে ১০টি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে, যাকে ইতোমধ্যে Insurance Information Management System (IIMS) নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্ণিত প্লাটফর্মের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ অফসাইট সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা কর্তৃপক্ষের তদারকি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং প্লাটফর্মটিতে যথেষ্ট নিরাপত্তার সাথে ডাটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তাবায়নাধীন বীমা খাতের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে চালু না হওয়া পর্যন্ত IIMS (পূর্বের UMP) এর কার্যক্রম চলমান থাকবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ করেন।

১৮.০ সার্বিক আলোচনান্তে সবার মতামতের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সংস্কার/উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে প্রতিয়মান হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১৮.১ বীমা কোম্পানিসমূহ কর্তৃক স্ব-স্ব কোম্পানির সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করতে হবে;

১৮.২ বীমা কোম্পানিসহ বীমা সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করতে হবে;

১৮.৩ বীমা খাতে সুনাম বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীমা দাবিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৮.৪ দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে সমস্যা সনাক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনে কোম্পানির সম্পদ বিক্রি করে বীমা দাবি পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৮.৫ বীমা পরিকল্পসমূহ বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী একচ্যুয়ারি দ্বারা যথাযথ valuation সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে;

১৮.৬ একচ্যুয়ারিয়ালসহ বীমা খাতে পেশাগত শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন লোকবল তৈরীর লক্ষ্যে প্রতিটি বীমা কোম্পানিতে প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপন করতে হবে;

১৮.৭ টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে বীমা সংক্রান্ত কাজের প্রসার করতে হবে;

১৮.৮ কমিশন বন্ধ/কমিশনের বিষয়ে যুক্তিযুক্ত হার নির্ধারণ করতে হবে;

১৮.৯ বীমা আইন, বিধি-প্রবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৮.১০ বীমা কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে কমাতে হবে;

১৮.১১ বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বীমা খাতের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে চালু না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অফসাইট সুপারভিশন/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত IIMS (পূর্বের UMP) এর কার্যক্রম চলমান থাকবে এবং কোম্পানিসমূহকে উক্ত প্লাটফর্মে নিয়মিত ডাটা প্রেরণ করতে হবে;

১৮.১২ বীমা কোম্পানিসমূহে কর্পোরেট গভর্নেন্স (পদ-পদবী ও কমিশন বিষয়ে) প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ বিষয়ে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;

১৮.১৩ লাইফ বীমা কোম্পানিসমূহের পলিসি ল্যাপস কমিয়ে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৮.১৪ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে এবং আইন, বিধি-বিধান পরিপালনে কঠোর হতে হবে;

১৮.১৫ নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে মোটর গাড়ী থার্ডপার্টি ইন্স্যুরেন্স চালুর বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। নন-কমপ্রিহেনসিভ এবং থার্ডপার্টি দুটার সমন্বয়ে কোনো নতুন পলিসি চালুর বিষয়েও বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৮.১৬ বীমা সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সময়ে সময়ে ইস্যু ভিত্তিক সভা আয়োজন এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৯.০ বীমা খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/০১/২০২৫

ড. এম আসলাম আলম
চেয়ারম্যান

স্মারক নম্বর: ৫৩.০৩.০০০০.০০০.০১৬.০৬.০০০২.২৫. ০৬

তারিখ: ১৫/০১/২৫

অনুলিপি: সদয় অবগতি/কার্যার্থে

১. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম।
২. চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. সদস্যগণের সহকারী, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সদস্য মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
৫. অফিস কপি।

১৫/০১/২০২৫
দ্বিতীয়া সুলতানা মীম
সহকারী পরিচালক (সভা)